মানবের মধ্যে যাহারা মূক অর্থাৎ বাক্‌শক্তিরহিত, তাহারাই উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে—মূক (বোবা) ব্যক্তি যদিও শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারে না, তথাপি যদি শ্রবণশক্তি থাকে, তবে নামশ্রবণে অথবা স্মরণের দ্বারাও কৃতার্থ হইতে পারিবে। অতএব শ্রীনামে যে অধিকারীগত কোন বিচার নাই, ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্য। এই শ্রীকৃষ্ণনাম মুক্তিসম্পত্তিকে বশীভূত করিয়া দেয়। যেমন মণিমন্ত্রদ্বারা বশীভূত জীব, বশীভূতকারীজন তাহার উপর বিরক্ত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ নাম উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকিলেও মুক্তিসম্পত্তি আপনা হইতেই তাঁহাদের করতলগত হইয়া যায়। অর্থাৎ ভক্তগণের যদিও মুক্তিলাভের জন্য হৃদয়ে কোন স্বতন্ত্র লালসা থাকে না, কিম্বা যদিও তাঁহারা তজ্জন্য মুক্তিসাধক কোন সাধনের স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান করেন না, তথাপি ভক্তিসাধনের বলে ভক্তের অননুসন্ধানেও মুক্তি তাহার অধীন হইয়া পড়ে। এই শ্রীকৃষ্ণনামরূপ মন্ত্র অন্য মন্ত্রাদির মত দীক্ষাবিধি, সেই মন্ত্রবিধি পরিপূরণের জন্য দক্ষিণা এবং সেই মন্ত্রের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য অন্য মন্ত্রের মত পুরশ্চরণের বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা করে না। এস্থলের একটি বুঝিবার বিষয় এই যে—তন্ত্রোক্ত অন্য মন্ত্রের যেমন আকর্ষণ, উচ্চাটন, প্রমথন, প্রক্ষোভন, বশীকরণ ও মারণ—এই ছয়প্রকার শক্তি আছে, এই শ্রীকৃষ্ণনামেরও সেই ছয়প্রকার শক্তি দেখা যায়। জীবন্মুক্তের আকর্ষণকারীর বলিয়া আকর্ষণ, পাপসকলের সম্বন্ধে উচ্চাটন, প্রমথন, প্রক্ষোভন এবং সংসারবন্ধন ধ্বংসপূর্ব্বক মুক্তিকে বশীভূত করে বলিয়া মারণ ও বশীকরণ—এই ছয়প্রকার শক্তিই শ্রীনামে। এই শ্লোকে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে—শ্রীনাম দীক্ষা-পুরশ্চরণ প্রভৃতি কোন বিধিরই অপেক্ষা না করিয়া নিজফল শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমভক্তি নিজ আশ্রিতজনকে প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি শ্রীনামই নিরপেক্ষভাবে ফলপ্রদ হয়েন, তবে তাহা হইতেও অধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা কেন?

শ্রীগোস্বামীপাদ বলেন—এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি। যদ্যপি মন্ত্রের স্বরূপসামর্থ্য বিচার করিলে দীক্ষাগ্রহণের অপেক্ষা নাই বটে, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধে প্রায়শঃ স্বাভাবিক কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত মানবগণের সেই সেই কদর্য্যস্বভাব এবং চিত্তের বিক্ষেপ সঙ্কোচ করিবার জন্য, সেই সেই মহানুভব ঋষি প্রভৃতি এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন মন্ত্রে কোন কোন মর্য্যাদা (নিয়ম) করিয়াছেন। অতএব সেই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে আদেশ করেন। অতএব মন্ত্রস্বরূপ বিচারে দীক্ষা গ্রহণের অপেক্ষা নাই,